জনতা পিকচার্স এণ্ড থিয়েটার্স লিঃ - এর
অরলিপি
পরিচালনাঃ
অসিত সেন
সংগীতঃ
হেমন্ত মুখার্জী

মীরা মুখোপাধ্যায়
অসিত মুখোপাধ্যায়
১৮/বি, অবিনাশ কবিরাজ লেন
কলিকাতা-৭০০০১০

জনতা পিকচার্স এণ্ড থিয়েটার্স লিমিটেড

প্রযোজিত ও পরিবেশিত

স্বরলিপি

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অসিত সেন**

সঙ্গীত পরিচালনা : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত
চিত্র গ্রহণ : জ্যোতি লাহা
শিল্প উপদেষ্টা : প্রীতিময় সেন (এ্যাঃ)
শিল্প নির্দ্দেশক : বিজয় বসু
সঙ্গীত গ্রহণ : মিনু কাতরাক (বম্বে)
শব্দ গ্রহণ : বাণী দত্ত (অন্তঃদৃশ্য)
মৃণাল গুহ ঠাকুরতা (বহিঃদৃশ্য)
শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ
রূপ সজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী
নৃপেন চ্যাটার্জ্জী
সম্পাদনা : তরুণ দত্ত
স্থিরচিত্র : এড্না লরেঞ্জ

আলোক সম্পাত : হরেন গাঙ্গুলী
প্রচার পরিচালনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র
প্রচার চিত্র : অজয় বিশ্বাস
প্রচার-শিল্পী : নির্মল রায়
সুশীল ব্যানার্জী : এস্, স্কোয়ার
পট-শিল্প : নবকুমার চ্যাটার্জ্জী
বলরাম কয়াল
সাজসজ্জা : বৈজরাম শর্ম্মা
ব্যবস্থাপনা : মহাদেব সেন
গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
নেপথ্য কণ্ঠ : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
গীতা দত্ত

আবহ-সংগীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিমল রায় (বম্বে) ॥ হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় ॥ কমল বোস (বম্বে) ঋত্বিক কুমার ঘটক ॥ অমিত বোস (বম্বে) ॥ শিল্পী—সুনীল মাধব সেন, ও, সি, গাঙ্গুলী ॥ অজয় মিত্র ॥ রামানন্দ সেনগুপ্ত ॥ ননী দাস হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্ প্রাইভেট লিঃ ॥ আনন্দবাজার ॥ কৃষ্ণ ধর মতিলাল দাঁ ॥ নব আঢ্য ॥ কল্যাণী দেবী ॥ পার্থপ্রতিম চৌধুরী ॥ আশু দত্ত সোনরাস্ রেডিও ॥ আশুতোষ টকীজ-এর কর্তৃপক্ষ (নেহালপুর)।

কাহিনী

ভাস্কর ও জবা।

ভাস্কর ছবি আঁকে, আর জবার প্রতিষ্ঠা গানে।

দেশ এদের জানে, দুজনকেই। শিল্পীর সম্মান দিয়েছে দেশ, দুজনকেই। আর তাই এ-কাহিনী দুইটি শিল্পী-সত্তার আত্মীয়তার কাহিনী।

কিন্তু আত্মীয়তা যখন গড়ে ওঠে নি, আকস্মিকতার ঢেউয়ের টানে যখন এরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে চিনতে পারে নি—সেদিনগুলো আজও জবার চোখে দুঃস্বপ্নের মতো ভেসে ওঠে, প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে শারীরিক উপস্থিতির সমস্ত সুষ্টতা নিয়ে।

গোটা গ্রাম ভাসিয়ে দিল সর্বনাশা বন্যা। ভেসে গেল সুখ, শান্তি, স্বপ্ন। আর তারই সঙ্গে ঘুর্ণীর অতলে তলিয়ে গেলেন জবার বাবা। ভাসিয়ে গেলেন জবা আর তার মাকে, সমস্ত সংসারটাকে। আর ভেসে রইল জবার তানপুরা। অকুল পাথারে ভাসতে ভাসতে সেই তানপুরাতেই একদিন ঝঙ্কার উঠল, আর সেই ঝঙ্কারের মধ্যে জবা খুঁজে পেল তার জীবনের স্বরলিপি।

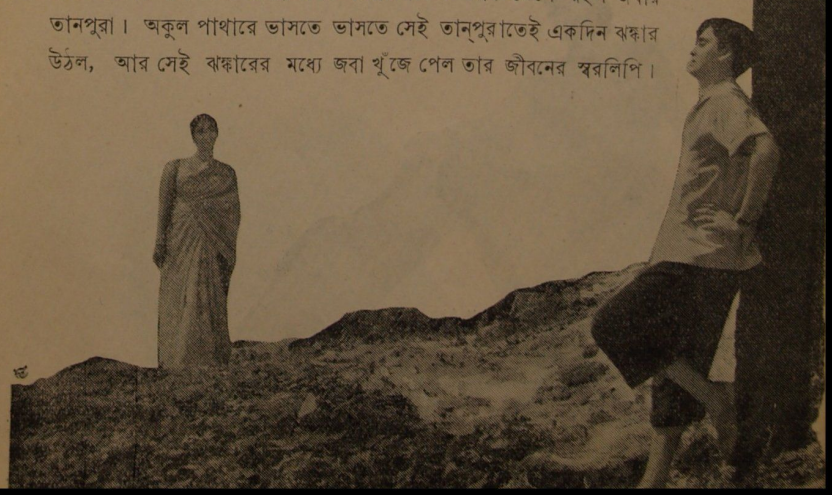

বাবার স্বপ্ন সফল করতে এগিয়ে এল জবা, দেশকে পাগল করল সে—সুরে, ঝঙ্কারে।— তারপর ?

ক্লান্তি নেমে আসে জবার জীবনে। শিল্পীর আসর ডিঙিয়ে, শিল্পীর সত্তার আড়ালে আর একটা মানুষ ধীরে ধীরে জেগে ওঠে জবার ভেতর থেকে। সে চায় ছোট্টো একটা ঘর, ছোট্টো সংসার, চায় স্বামী, চায় শান্তি দিয়ে ঘেরা প্রাণের অফুরন্ত পরিবেশ।

ভাস্কর তাকে ভালোবাসে। কতখানি ? গানের চাইতে-ও বেশি ?

কে জানে ?

ছোট্টো একটু ভয়ে কেঁপে ওঠে জবার ভেতরটা।···ভাস্করকে যাচাই করতে চেয়েছিল জবা, কিন্তু ভাগ্যদেবতা নতুন করে যাচাই করলেন জবাকে। এবারে জগুদার চক্রান্ত নেই, শ্যামের পাশবিক প্রবৃত্তি নেই, এবারে পার্থিব কোন শক্তির বিরুদ্ধে নয়—এবারে ভাগ্যদেবতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু আর শক্তি কোথায় জবার ? মা হবার আকাঙ্খা যখন ধূলিসাৎ হল, জবা শেষ শক্তিও

যেন হারাতে বসল। প্রথম জীবনে জবার দাদা চুণী জবার পাশে ছিল, ধ্রুবদা দিয়েছিল সুযোগ, কিন্তু এবার ?

ভাস্কর! ভাস্কর এবার ভগবানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। ডাক্তাররা যখন জবাব দিল, জবা আর কোনদিনও কানে শুনতে পাবে না", আকাশ বাতাস যখন ধ্রুবদার গানে শিউরে উঠল,

"যে বাঁশী ভেঙে গেছে তারে কেন গাইতে বল।"

ভাস্কর তখন আর্তনাদ করে উঠল—"এ আমি হতে দেব না।"

ভাস্কর জবাকে জবার গানের চাইতে ভালবাসে তা প্রমাণ করতে চায়নি। সে যা চেয়েছিল, তা একদিন জগৎ শুনতে পেল···শুনতে পেল তাদের জবা এবারে লক্ষ লক্ষ দুর্গতদের জন্য গাইছে—

"মেঘ আর সাগরের ধ্বনি যে তোমারই সুর
অরণ্য মর্মর তব গানে সুমধুর
রাখালের বাঁশরীতে কত সুরে ভর প্রাণ
সেইতো তোমারই গান॥"

সঙ্গীত

(১)

দয়ালরে কত লীলা জানো
যে জলেতে তুমি তৃষ্ণা মেটাও
সেই জলেতেই কেন মরণ আনো
তুমি দুঃখ দেবে কত দাও
আমি হাসবো যে প্রভু তাও
সইবো তবু কঠিন হয়ে
তুমি এই বুকেতেই যত আঘাত হানো
কাঁটা যদি বেঁধে পায়
যদি আধারে পথ মিশে যায়
চলবো তবু হাসিমুখে—
প্রভু এগিয়ে যেতে যদি পিছেই টানো
দয়ালরে কত লীলা জানো।

(২)

আমি নতুন স্বপন দেখি
বাঁশি নতুন সুরে বাজে
কেন ভুল হয় সব কাজে
আমি নিজেই জানি না
আজ একি চঞ্চলতায় মন ভরেছে—
এ কোন আবেশ আজ আমায় ব্যাকুল করেছে
ঘর ছেড়ে তাই বাইরে যেতে, বাধা মানি না
রঙরঙ ভুবন ভরে রঙের খেলা
জীবনে মোর এই কি প্রথম ফাগুন বেলা
এমন করে এইত প্রথম গান গেয়েছি
নিজেরে আজ নতুন করে খুঁজে পেয়েছি
মনের কথা মনেই রাখি, মুখে আনিনা····

(৩)

সে ত' বলেছিল আমার জীবনে
ভোরের আলোর মত আসবে
ভোরের আলোয় সে হাসবে
কিন্তু এখনোত' রাত গেল না
আমি দ্বারে ছুটে যাই—
দেখি সে ত আসে নাই
ওগো ও চাঁদ তুমি
যাও গো ডুবে যাও
পাবনা তার দেখা
এই কিগো চাও
ওগো ও হাওয়া তুমি
কিছু কি জানোনা
চরণধ্বনি তার কেন আনোনা
ওগো ও দীপ তুমি
রাখোগো কথা মোর—
যদি না যাও নিভে
আসিবে না ভোর—

(৪)

কে·····
কে ডাকে আমায়
শুনি কে যেন ডাকে—
সেত জানা তবু অজানা
সে আসে না ত কাছে—
শুধু দূরে সরে থাকে—
কেন জানিনা সে ডাকে
কে জানে গো কেন—
তার এই যে আনা গোনা
আমায় অকারণে
কেন করে আনমনা
সে তবু আপনারে
কেন আড়ালে যে রাখে
কেন জানিনা সে ডাকে
সেত জানা তবু অজানা
কে ডাকে আমায়।

(৫)

গানের এ স্বরলিপি গেছ যে রেখে
আমি তাই দেখে গান গাই তোমায় ডেকে
ভাঙ্গনের খেলাতে যে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাই
তারই মাঝে জীবনের সুর খুঁজে পাই
গানের মুকুল বুঝি ঝরল
সুরের আকাশ বুঝি ভরল
গান ভুলে ভুলে যাই
সুর খুঁজে নাহি পাই
আর কত এ জীবনে কাঁদবো—

(৬)

এই রাত হল কত সুন্দর আজ
মন বলে তুমি আসবে
চুপি চুপি কাছে এসে
আমায় তুমি ভালবাসবে
তোমার কথা শুনবো
আর রাতের তারা গুনবো
তোমার আমার সেই মিলন দেখে
দিগন্তে চাঁদ হাসবে—
তোমায় আবার ফিরে পাব
তোমারই হৃদয়ে নিজেরে বিলায়ে
এক হয়ে মিশে যাব—
তোমায় আরো জানবো
আমার বলে মানবো
গানের দোলায় মোর প্রাণের খেয়া
স্বপ্নে ও সুরে ভাঁসবে।

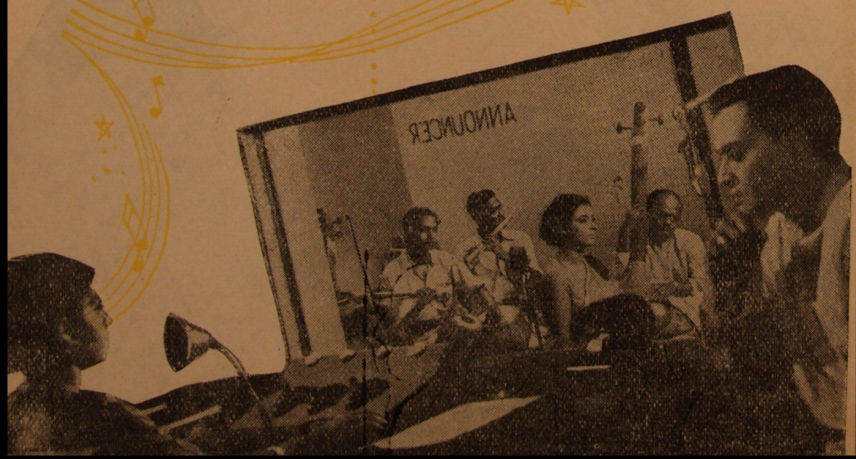

(৭)

সোনা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
সোনার কাঠির ছোঁয়াতে তার
কথা ফুরালো
মায়েরই এই কোলে
আর কি খোকন থাকে
আয়রে আয়রে বলে
চাঁদ যে তারে ডাকে
তার পক্ষীরাজা তেপান্তরের
ধূলি উড়ালো
খোকার চোখে শেষে—
ঘুম যে এলো নামি
বলে দূর এ তারার দেশে
এই দ্যাখো মা আমি
তার জননী যে জীবনভোর
ব্যথাই কুড়ালো—

(৮)

যে বাঁশি ভেঙ্গে গেছে
তারে কেন গাইতে বল
কেন আর মিছেই তবে
সুরের খেয়া বাইতে বল
আজ সোনার খাঁচায় বন্দী পাখীর
কণ্ঠে যে সেই সুর—
আজ যেন সেই বনের ছায়া
সে ত অনেক দূর
তারে হারিয়ে যাওয়া ফাগুনেরে—
ফিরে কেন চাইতে বল
একদা সুরে সুরে দিত যে হৃদয় ভরে
দেখ তার গানের বীণা ধূলায় পড়ে
আজ সব হারানোর নীরব ব্যথায়
কাঁদে গো যার প্রাণ
বল ওগো কেমন করে
গাইবে সে তার গান
মিছে ফাগুন বেলার হাসিতে তার—
সুরের ভুবন ছাইতে বল॥

আমি শুনেছি তোমারই গান
প্রভু শুনেছি তোমারই গান
আমি শুনেছি— শুনেছি—
কান দিয়ে শুনেছি
প্রাণ দিয়ে শুনেছি গান
আমার গান যে তুমি শোন না
তাতে তোমার কি আসে যায়
কেমনে শুনিবে বল
তুমি যে বধির ভগবান
মেঘ আর সাগরের ধ্বনি যে
তোমারই সুর
অরণ্য মর্ম্মর তবগানে সুমধুর
রাখালের বাঁশরীতে কত সুরে ভর প্রাণ
সেই ত তোমার গান
তোমায় শোনাতে প্রভু—
আমি এত গান গাই
না শুনে থাকবে কত
দেখবো যে আমি তাই
পাখী আর ভ্রমরের সুরে তুমি গান গাও
বাতাসেরই ছন্দে মন প্রভু ভরে দাও
তোমারই লীলায় জাগে—
তটিনীর কলতান
সেই ত তোমার গান
আমি শুনেছি তোমার গান—

রূপায়ণে ঃ

সুপ্রিয়া চৌধুরী ॥ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ অনিল চট্টোপাধ্যায় সুরুচি সেনগুপ্তা ॥ চিত্রা মণ্ডল ॥ সত্য বন্দোপাধ্যায় ॥ রাজলক্ষ্মী দেবী দিলীপ মুখার্জ্জী ॥ দিলীপ রায় চৌধুরী ॥ অজিত চট্টোপাধ্যায় অজিত দত্ত ॥ প্রবীর চ্যাটার্জ্জী ॥ সুশীল দাস ॥ মহম্মদ ইসরাইল ভানু চট্টোপাধ্যায় ॥ হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় ॥ সমরেশ বোস ॥ প্রমুর্ত্ত কল্যাণ গৌর দাস ॥ অজিত চট্টোপাধ্যায় (এ্যাঃ) ॥ অমর দত্ত ॥ গোপাল মুখার্জ্জী কেষ্ট ॥ কাবুল ॥ বিশু ॥ প্রীতি মজুমদার ॥ শ্যাম লাহা ॥ সুধীর বোস শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ গৌরী চক্রবর্ত্তী ॥ মীরা চক্রবর্ত্তী ॥ সবিতা দাস ছবি তালুকদার ॥ সুরশ্রী মুখার্জ্জী ॥ গৌরী মুখার্জ্জী শীলা ঘোষ এবং আরও অনেক।

●

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় ঃ সুখময় সেন, অমিত সরকার, অজয় বিশ্বাস। চিত্রগ্রহণে ঃ কেষ্ট মণ্ডল
সম্পাদনায় ঃ প্রশান্ত দে। শব্দগ্রহণে ঃ হৃষীকেশ বন্দোপাধ্যায়
সঙ্গীত ঃ সমরেশ রায়। ব্যুমম্যান ঃ পাচু মণ্ডল। ব্যবস্থাপনায় ঃ সুনীল ব্যানার্জ্জী, রাম মণ্ডল। আলোক সম্পাতে ঃ সুধীর সরকার, দুঃখী অধিকারী, অভিমন্যু দাস, সন্তোষ সরকার, অবণী নস্কর, সুদর্শন দাস, মারু, ননী
শিল্পনির্দ্দেশনায় ঃ সতীশ মুখোপাধ্যায়, বাবুল সেন

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত এবং ওয়েষ্ট্রেক্স শব্দযন্ত্রে সত্যেন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আবহ-সঙ্গীত গৃহীত।

বৈচিত্র্যের দাবী নিয়ে আস্‌ছে !

মৃণাল সেন প্রোডাকসন্সের

পুনশ্চ

ভূমিকায় :
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
কণিকা মজুমদার
কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
পাহাড়ী সান্যাল
এন, বিশ্বনাথন্

পরিচালনা

মৃণাল সেন

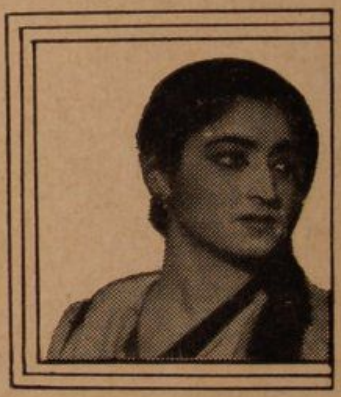

পরিবেশনা জনতা পিকচার্স

মীরা মুখোপাধ্যায়
অজিত মুখোপাধ্যায়
১৮/বি, অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০০১০

অনুশীলন প্রেস, কলিকাতা - ১৩ হইতে মুদ্রিত